165

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

অর্ধ দিবস হরতাল

হাক আলী খান পান্না, ছাত্রলীগ (মো-আ) সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, শাহরিয়ার চৌধুরীসহ প্রায় ৫৫ জন ছাত্র পুলিশের প্রহারে আহত হন। আমান, খোকন, আলম, হাবিব, নাজমুল হক প্রধানসহ গুরুতর আহত ১৫ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে ৪০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তিপ্রাপ্ত ছাত্র নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই হাতে, মাথায়, পায়ে পুলিশের লাঠি অথবা রাইফেলের বাঁটের আঘাত পাইয়াছেন। তাঁহাদের সকলকেই হাসপাতালের ষ্টুডেন্টস ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রাখা হইয়াছে।

সকাল সাড়ে ১০টায় শাহবাগ মোড়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দের উপর হামলার ঘটনার পর হইতে এই এলাকায় ছাত্র-পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ইটপাটকেল বিনিময়ের ঘটনা জঙ্গী রূপ ধারণ করে। প্রায় ৩ ঘন্টা স্থায়ী এই ঘটনায় পুলিশ ছাত্রদের বিরুদ্ধে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়ার জন্য কয়েক রাউণ্ড ফাঁকা গুলীও বর্ষণ করা হয়।

কাটাবন, পলাশী এলাকায় হাঙ্গামা হয়। পলাশী এলাকায় ছাত্র জনতা পুলিশের বিরুদ্ধে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা ক্যাম্পাস হইতে মিছিল নিয়া পলাশী মোড় হইয়া নিউ মার্কেটের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করিলে হাঙ্গামা শুরু হয়। প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, পলাশী এলাকায় কয়েকটি হাতবোমার বিস্ফোরণও ঘটিয়াছে। সকাল সোয়া ৯টায় শাহবাগ মোড়ে একটি হোণ্ডায় অগ্নিসংযোগ করা হয়।

এদিকে ছাত্রনেতৃবৃন্দকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর হইতে হাসপাতালে ছাত্র-কর্মীদের ভিড় বাড়িতে থাকে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে একদল ছাত্র মিছিল করিয়া হাসপাতালে যায়। ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা, সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, বি,এনপি চেয়ারম্যান খালেদা জিয়াসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ আহত ছাত্র নেতাদেরকে দেখার জন্য হাসপাতালে যান।

শাহবাগ মোড়ে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের হামলার ঘটনার প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ গতকাল প্রেসক্লাবের সম্মুখে এক ছাত্র সভার আয়োজন করে। সভায় সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি, ফজলুল হক মিলন, কামরুজ্জামান আনসারী প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

শাহবাগ মোড়ে ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে ৬ জন পুলিশ ও ২ জন আনসার আহত হয়। আহত পুলিশদের ২ জনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

গতকাল সকাল ১০টায় গুলিস্তান এলাকায় আবদুল আউয়াল (১৪) নামে এক বালক গুলীবিদ্ধ হয়। রাস্তার পার্শে দণ্ডায়মান থাকাকালে হঠাৎ একটি গুলী আসিয়া তাহার বুকে বিদ্ধ হয় বলিয়া আহত বালক জানায়। একই সময়ে মালিবাগ মোড়ে দায়ের আঘাতে মনির হোসেন (১৮) নামে একজন স্কুল ছাত্র আহত হয়। হরতাল সমর্থকদের একটি মিছিল ঐ এলাকা অতিক্রমকালে তাহার উপর হামলা হয়। দুপুরে মালিবাগ মোড়ে ক্ষুরের আঘাতে মনিরুজ্জামান নামে একজন ট্যাক্সী ড্রাইভার আহত হয়। আহত এই ৩ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

তেজগাঁও শিল্প এলাকায় পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের সম্মুখে পিকেটিং-এর ফলে রিকশা চলাচল করিতে পারে নাই।

৮ দলের সমাবেশ

গতকাল অর্ধদিবস হরতালের সময় বিভিন্ন এলাকায় মিছিল শেষে ১২টার দিকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ৮ দলের সমাবেশে বক্তৃতাকালে নেতৃবৃন্দ বুধবারের অবস্থান ধর্মঘট ও হরতালের সময়ে পুলিশের গুলী-নির্যাতনের নিন্দা করিয়া বলেন, গুলী-নির্যাত চালাইয়া জনতার আন্দোলন স্তব্ধ করা যাইবেনা। সমাবেশ হইতে আগামী ১৬ অক্টোবরের অর্ধদিবস ও ১০ নভেম্বরের পূর্ণ দিবস হরতাল পালনের মাধ্যমে স্বৈররাসনের অবসান ঘটানোরআহ্বান জানান।

নগর আওয়ামী লীগ সভাপতি মোজাফফর হোসেন পল্টুর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন আমির হোসেন আমু, মুহম্মদ নাসিম, মোফাজ্জল চৌধুরী মায়া, এম,এ, আজিজ, আখতারুল আলম, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও কামাল হায়দার।

৭ দলের সমাবেশ

গতকাল বিকালে গুলিস্তান চত্বরে প্রফেসর আবদুল বাতেনের সভাপতিত্বে সাত দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তৃতাকালে ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম 'মিয়া বলেন, জনগণ আজ এক মহা-সংকটের' মধ্যে দিন কাটাইতেছে। কেবল গণতান্ত্রিক সরকারই এই সংকট দূর করিতে পারে। তিনি বলেন, বর্তমান আন্দোলন গণমানুষের হৃত ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলন। আবদুল মতিন চৌধুরী, শামসুল আরেফিন খান, ডঃ খোন্দকার মোশাররফ হোসেন, শামসুল ইসলাম, মীর্জা আব্বাস প্রমুখ সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

জামায়াত

গতকাল ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে উত্তর গেটে আয়োজিত সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, জাতির আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা হইল জনগণের ভোটাধিকার নাই। জনগণের হাতে ভোটাধিকার ফিরাইয়া দিতে হইলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করাইতে হইবে।

ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর আমীর আব্দুল কাদের মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে আরও বক্তৃতা করেন দলের সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও মহানগরী শাখার সেক্রেটারী এটিএম আজাহারুল ইসলাম।

সমাবেশে মতিউর রহমান নিজামী আজ (শুক্রবার) গত বুধবারে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করিয়া বাদজুমা মসজিদে মসজিদে দোয়া এবং আগামীকাল (শনিবার) বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

ছাত্র নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের হামলার নিন্দা করিয়া বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও তাহাদের জোট পৃথক বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের বিবৃতিতে বলা হয়, গতকাল শাহবাগ এলাকায় ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে, পুলিশের হামলায় অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী আহত হন। বিবৃতিতে সরকার পতনের আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে ছাত্রদের মত রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতি প্রদানকারী ছাত্র সংগঠনসমূহ : ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (হা-অ), ছাত্রলীগ (না-শ), ছাত্রলীগ (সাভার), ছাত্র বাংলা পরিষদ, ছাত্র পরিষদ, জাতীয় ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ঐক্য ফোরাম (আউয়াল), গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ, বিপ্লবী ছাত্র সংঘ ও ছাত্র কেন্দ্র।

ক্যাম্পাসে ২টি গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ

গতকাল (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জগন্নাথ হল এলাকায় ২টি প্রাইভেট কারে অগ্নিসংযোগ করা হয়। মোহসীন হল ক্যাম্পাসে কয়েক রাউণ্ড গুলীর শব্দ শোনা গিয়াছে।